সংবাদ

তারিখ ... 2 SEP 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

বুয়েট পরিস্থিতি ফের উত্তপ্ত

ভিসি-প্রোভিসির পদত্যাগ আজকের মধ্যে চাই

আন্দোলনকারীদের আলটিমেটাম

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে অপসারণের দাবিতে ফের উত্তাল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। গতকাল সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে তাদের কার্যালয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা অবরুদ্ধ ও পরে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে রাখা হয়। তাদের আজ রোববার সকাল ১০টার মধ্যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ওই সময়ের মধ্যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত না জানালে আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের কুশপুত্তলিকা দাহ ও বিক্ষোভ মিছিলসহ আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে বুয়েট শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ১১ জুলাই থেকে লাগাতার আন্দোলন করে আসছিলেন। ৩১ জুলাই আদালত আন্দোলনের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা দেন। এরপর শিক্ষক সমিতি তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি স্থগিত করে এবং আন্দোলনের বিষয়ে কোন ধরনের নির্দেশনা না দেয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু শিক্ষকরা ব্যক্তিগত

পদত্যাগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পদত্যাগ : আজকের মধ্যে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যায় থেকে ক্লাসে না যাওয়ায় দীর্ঘ ৪৪ দিন পর গত ২৫ আগস্ট বুয়েট খুললেও ক্লাস হচ্ছে না। ক্লাসে শিক্ষকরাও আসেননি এবং শিক্ষার্থীরাও না। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল থেকেই বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা 'সেভ বুয়েট, রিমোভ ভিসি-প্রোভিসি' লেখা কালো গেঞ্জি পরে অংশ নেন। বেলা ১১টায় সেখানেই তারা মানববন্ধন করেন। এরপর শুরু করেন বিক্ষোভ মিছিল। এ সময় তারা 'বুয়েট ভিসি স্বৈরাচার, এই মুহূর্তে বুয়েট ছাড়', বুয়েটের আঙিনায় স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই, ভিসি-প্রোভিসির কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান দিতে থাকেন। মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। শিক্ষার্থীরা সেখানে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য অবরুদ্ধ : দুপুর বারোটা দুশ মিনিটে শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুজিবুর রহমান, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক শহীদুল হাসান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক মো. হোসাইন আলী, আরবান অ্যান্ড রিজিওন্যাল প্লানিং বিভাগের শিক্ষক সরোয়ার জাহানের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক শিক্ষক উপাচার্য নজরুল ইসলামের কার্যালয়ে যান। শিক্ষকরা আলোচনার জন্য উপ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানকে তার কক্ষে ডেকে পাঠাতে বলেন। উপাচার্য অপরাগতা প্রকাশ করলে শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ আতাউর রহমানের নেতৃত্বে কিছু শিক্ষক সহ-উপাচার্যকে আনতে যান। কিন্তু উপাচার্য ডেকে না পাঠালে হাবিবুর রহমান যাবেন না বলে জানিয়ে দিলে শিক্ষকরা তার কক্ষেই অবস্থান নেন। এ সময় কিছু শিক্ষক মেঝেতে বসে পড়েন।

উপাচার্যের কার্যালয়ে যাওয়া শিক্ষকরা বুয়েটের ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে এবং শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য উপাচার্যকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। উপাচার্য শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে জানাবেন বলে আশ্বাস দিলে দুপুর একটায় শিক্ষকরা তার কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসেন।

এরপর সব শিক্ষক এক হয়ে মুখোমুখি হন উপ-উপাচার্যের। একইভাবে তারা তাকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে তিনি নিয়োগদাতাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানোর আশ্বাস দেন।

উপ-উপাচার্যের কার্যালয়ে হই-হট্টা : উপ-উপচার্য হাবিবুর রহমানের সঙ্গে শিক্ষকদের আলোচনার এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মী পলাশ, সাব্বির, ফাইরোজ ও বক্কন তার কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। এ সময় শিক্ষকরা হৈ-হট্টা শুরু করেন। তারা অভিযোগ করেন উপ-উপাচার্য ছাত্রলীগ কর্মীদের ডেকে পাঠিয়েছেন। এ সময় শিক্ষকরা তাকে ধিক্কার জানান।

শিক্ষকদের তোপের মুখে হাবিবুর রহমান তাদেরকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। উপ-উপাচার্যের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবন থেকে বেরিয়ে আসলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের গতিরোধ করেন। এ সময় শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডার ছবি তুলতে গেলে তারা প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক সাজিদ হোসেনকে বাধা দেন। এ সময় ফাইরোজ ছবি প্রকাশিত হলে কোনও গণমাধ্যমকেই বুয়েট ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে হুমকি দেন।

শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে উপাচার্য : শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা শেষে বেরিয়ে আসার সময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হওয়া শিক্ষার্থীরা উপাচার্যকে ঘিরে ধরেন। তারা তাকে ওই মুহূর্তে পদত্যাগের আহ্বান জানান। উপাচার্যকে লক্ষ করে তারা নানা কটূক্তিও করেন। উপাচার্য কোনও উত্তর না দিলে শিক্ষার্থীরা তার পিছু পিছু তার বাসভবন পর্যন্ত যান এবং ফটকের সামনে অবস্থান নেন। পরে দুপুর আড়াইটায় সরোয়ার জাহান শিক্ষকদেরকে অনুষ্ঠানিকভাবে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের সঙ্গে তাদের আলোচনার বিষয়ে অবহিত করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে থেকে অবস্থান তুলে নেন।

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের বক্তব্য : এদিকে সার্বিক পরিস্থিতির বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এসএম নজরুল ইসলাম বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। শিক্ষকরা তাদের দাবিতে অনড় আছেন। এ অবস্থায় আমার বক্তব্য হচ্ছে, শিক্ষামন্ত্রী বিদেশ থেকে এলে তার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে পদত্যাগ করতে বললে পদত্যাগ করব।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বলেন, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের (সরকার) সঙ্গে কথা বলে তিনি তার সিদ্ধান্ত জানাবেন।